

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

21775 - আশুরার রোজা রাখার ফজলিত

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমি শুনছি আশুরার রোজা নাকি বগিত বছররে গুনাহ মচোন করে দেয়- এটা কিসঠিকি? সব গুনাহ কি মচোন করে; কবরি গুনাহও? এ দিনরে এত বড় মর্যাদার কারণ কি?

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। এক:

আশুরার রোজা বগিত বছররে গুনাহ মচোন করে। দলিলি হচ্ছো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “আমি আল্লাহর নকিট প্রতদিন প্রত্যাশা করছি আরাফার রোজা বগিত বছর ও আগত বছররে গুনাহ মার্জনা করবে। আরও প্রত্যাশা করছি আশুরার রোজা বগিত বছররে গুনাহ মার্জনা করবে।” [সহি মুসলিমি (১১৬২)] এটি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একদিনরে রোজার মাধ্যমে বগিত বছররে সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোজার মহান মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি এ রোজার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ফজলিতপূর্ণ দিনি হিসেবে আশুরার রোজা ও এ মাসরে রোজা অর্থাৎ রমজানের রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোজার ব্যাপারে তদ্রূপ দেখিনি।” [সহি বুখারি (১৮৬৭)] হাদিসে يتحرى শব্দরে অর্থ- সওয়াব প্রাপ্তি ও আগ্রহরে কারণে তিনি এ রোজার প্রতীক্ষায় থাকতেন।

দুই:

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এ ব্যাপারে সাহায্যে করোমকে উদ্বুদ্ধ করার কারণ হচ্ছো বুখারি বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদিরা আশুরার দিনি রোজা রাখো। তখন তিনি বললেন: কনে তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিনি। এদিনে আল্লাহ বনি ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করছেন; তাই মুসা আলাইহিসি সালাম এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের চয়ে আমমিসার অধিক নকিটবর্তী। ফলে তিনি এ দিনি রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকো রোজা রাখার নরিদশে দলিলে।”

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

হাদিসের উদ্ধৃতি: “এটি উত্তম দিন” মুসলিমের রওযায়তে এসছে- “এটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মুসাকে ও তাঁর কওমকে মুক্ত করছেন এবং ফরৌউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে মেরেছেন।” হাদিসের উদ্ধৃতি: “তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন” সহিহ মুসলিমের আরকেটু বশেই আছে যে “...আল্লাহর প্রতিকৃতজ্‌এতাস্বরূপ; তাই আমরা এ দিনে রোজা রাখি। বুখারির অন্য রওযায়তে এসছে- “এ দিনেরে মহান মর্যাদার কারণে আমরা রোজা রাখি। হাদিসের উদ্ধৃতি: “অন্যদেরকেও রোজা রাখার নরিদশে দলিনে” বুখারির অন্য রওযায়তে এসছে- “তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা তাদের চয়ে মুসার অধিক নকিটবর্তী। সুতরাং তোমরা রোজা রাখ।” তিনি:

আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগরি গুনাহ মার্জনা হবে। কবরি গুনাহ বশিষে তওবা ছাড়া মোচন হয় না। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আশুরার রোজা সকল সগরি গুনাহ মোচন করে। হাদিসের বাণীর মর্ম রূপ হচ্ছে- কবরি গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহ মোচন করে দিয়ে। এরপর তিনি আরও বলেন: আরাফার রোজা দুই বছরেরে গুনাহ মোচন করে। আর আশুরার রোজা এক বছরেরে গুনাহ মোচন করে। মুক্তাদরি আমীন বলা যদি ফিরেশে তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে পূর্বেরে সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়... উল্লেখিত আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। যদি বান্দার সগরি গুনাহ থাকে তাহলে সগরি গুনাহ মোচন করে। যদি সগরি বা কবরি কোন গুনাহ না থাকে তাহলে তার আমলনামায় নকে লিখো হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। ... যদি কবরি গুনাহ থাকে, সগরি গুনাহ না থাকে তাহলে কবরি গুনাহকে কিছুটা হালকা করার আশা করতে পারি। [আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খণ্ড-৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায়, রমজানের রোজা রাখা, আরাফার দিন রোজা রাখা, আশুরার দিন রোজা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু সগরি গুনাহ মোচন হয়। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]